

গুরুর শুভদৃষ্টি লাভই গুরুদর্শন

গুরুর কৃপা, গুরুর আশীর্বাদ ও গুরুর শুভদৃষ্টি লাভই গুরুদর্শন। গুরুর নরিদ্দেশে মত চলা, গুরুর আদেশে উপদেশে প্রতাপালন ও তাঁহার নরি্গীত নরি্দ্ধারতি পথে চলার দ্বারাই গুরুকৃপা লাভ হইয়া থাকে।

গুরুর আদেশকহেই শিষ্য একমাত্র মন্ত্র বলিয়া জানিয়া মানিয়া চলবিবে। শিষ্য গুরুকে সতত যরুপ চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহার আদেশকহেও সর্ব্বদা সেইরুপ চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া মানিয়া চলবিবে।

গুরুর আদেশেই শিষ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল।

শিষ্যের যাবতীয় বভিন্নম-বভিন্নান্ত-বিস্মৃতির ঘোর ভাঙ্গিয়া, মায়ামোহ-বাসনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, যাবতীয় দুঃখ-দনৈশ-দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া এই আদেশেই শিষ্যকে সব সময় জাগ্রত, জীবন্ত ও সজাগ রাখবিবে; সুতরাং এই আদেশকে সতত স্মরণ মননে নদিধিযাসনে রাখাই শিষ্যের একমাত্র সাধনা।

মনকহে সর্ব্বদা গুরুমুখী করিয়া রাখাই শিষ্যের একমাত্র তপস্যা ও আরাধনা। সব রকম কাজের ভতির দিয়া চলাফরোর সঙ্গে সঙ্গে বহরিমুখী মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখতিবে পারলিবে বাহরিরে কোন রকম বাজে আবহাওয়া শিষ্যকে কোন ভাবে কোন রকমে ধরতিবে ছুঁইতে স্পর্শ করতিবে পারবিবে না।

এই বধিান সব সময় মানিয়া চললিবে শিষ্য আর কখনও কোনরুপে বপিদগ্ৰস্ত হইবে না। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিক্‌পালকে সাক্ষী রাখিয়া, অগ্নি ও গুরুকে স্পর্শ করিয়া আমি যহে সুমহান্ ব্রত ও নয়িম গ্রহণ করিয়াছি, আমার ধমনীতে এক বন্দি রক্ত থাকতিবেও সেই ব্রত ও নয়িম লঙ্ঘন করবি না। গুরুর আদেশে প্রতাপালনহেই শিষ্যের জন্মজন্মান্তরীণ যাবতীয় বাসনার নাশ হইয়া থাকে।